নবনীতা

নবনীতা

রিজা আমীন

অনিন্দ্য প্রকাশ

প্রথম প্রকাশ
মাঘ ১৪২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২১

প্রকাশক
মোঃ আফজাল হোসেন
অনিন্দ্য প্রকাশ
৩৮/৪, পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার, মান্নান মার্কেট (৩য় তলা), ঢাকা-১১০০
ফোন : ৪৭১১৭৯৬৪, ০১৯৭১৬৬৪৯৭০, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

বর্ণবিন্যাস
আদিত্য কম্পিউটার
১৪২, হৃষিকেশ দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৭১৬৬৪৯৭০

বানান সমন্বয়ক
মো : রফিকুল ইসলাম
মোবাইল : ০১৯১২১৯৮০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

মুদ্রণ
অনিন্দ্য প্রিন্টিং প্রেস
৩০/১ক, হেমেন্দ্র দাস রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৯০৬১৬, ৯৫৭৩৭৬৯, ০১৭১১৬৬৪৯৭০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা

Nabonita by **Riza Amin**
Published by Md. Afzal Hossain
Anindya Prokash
38/4, P. K. Roy Road, Banglabazar
Mannan Market (2nd Floor), Dhaka-1100
Phone : 47117964, 01971664970, 01711664970
e-mail : anindya.prokash@yahoo.com

First Published : February 2021

Price : 200.00
US $ 10

ISBN 978 984 95365 2 9

ঘরে বসে অনিন্দ্য প্রকাশ-এর বই কিনতে ভিজিট করুন
http ://rokomari.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ১৬২৯৭
https ://othoba.com ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১৩৮০০৮০০
http ://boibazar.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০৯৬১১২৬২০২০
http ://bdshopay.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৬২২৭৭৮৮৭৭
http ://porua.com.bd/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে ০১৮৫৭৭৭৭৪৮৪

http ://journeybybook.com/anindyaprokash ফোনে অর্ডার করতে
০১৬৭৪৫৩৬৫৪৪

উৎসর্গ

যারা সত্যের পথে থাকে, শত বিপদের মধ্যেও অবিচল থেকে মানুষকে আলোর পথে আহ্বান করে, আমার এই বইটি সেই আলোর দিশারি, আমার পৃথিবীতে বেঁচে থাকার প্রেরণা, আমার আইকন, আমার নবনীতার হাতে তুলে দিলাম। তিনি হলেন আমার শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি আমার দাদি খোদেজা বেগম।

সূচিপত্র

নবনীতা ৯
প্রিয় ১১
হলুদ খামে ১৩
প্রেমের নেশা ১৬
চলো একসাথে জোছনা মাখি ১৮
কাজলমাখা চোখ ২০
রঙিন ঘুড়ি ২২
অসুখে ফিরি ২৪
একচিলতে উঠোনের জন্য ২৬
নীল ঠিকানা ২৮
প্রেমের ফাগুন ৩০
তোমার কোলাহল ৩২
এলোমেলো ভাবনা ৩৩
ক্ষতি নেই ৩৫
কান্নাভেজা চোখ ৩৬
হোক আরেকবার ৩৮
আমার কল্পনায় তুমি ৪০
অন্যায় আবদার ৪২
তোমাতে আমি ৪৪
রেখেছিলাম তোমাকে ৪৫
নিজের মধ্যে আমি ৪৭
আলোছায়া ৫০
বিরহের অভিলাষ ৫২
বিরহের টানে ৫৫
স্মৃতির আয়না ৫৭
জলের প্রেম ৫৯
অপ্রাপ্তির নেশা ৬১
সুখবিলাস ৬২
তুমিহীনা আমি ৬৪
মুক্তি ৬৬
হে প্রিয় আকাশ ৬৯
জীবন, তুমি ৭১
ব্যর্থতার সংলাপ ৭৩
আমার চাওয়া ৭৫
অব্যক্ত ৭৭
অলীক ভাবনা ৭৯
হৃদয়ের আর্তনাদ ৮২
ত্রিকালের স্বরূপকাঠি ৮৫
দেনা-পাওনা ৮৭
নদীর আক্ষেপ ৯০
কল্পনার জয় ৯২
নবনীতার মৃত্যু ৯৪

নবনীতা

শুনেছি কে যেন আমায় ভালোবাসে
সে হলো দক্ষিণপাড়ার নবনীতা।
ডাহুকীর মতো চোখ তার
ঐ তো সেদিন
দক্ষিণপাড়ার ছেলেরা আমায়
বলল, "তোমার নাকি প্রেমিকা জুটেছে?"
আমি বললাম, তাই নাকি!
ওমা সে কী কথা!
এর মধ্যে ভুলে গেলে?
নবনীতা চোখের ঐশ্বর্য বিলিয়ে দেবে তোমার মনের কণিকায়

আমার আবার প্রেমিকা!
যেই ইঁচড়ে পাকা ছেলে আমি
পুরোনো ছেঁড়া জামা আমার
কারোর এঁটো ভাতে আমার দিন চলে
চালচুলো সে তো দিবাস্বপ্ন!
আমি কী করে নবনীতার চোখের ঐশ্বর্যের ভার নেব?
সে কি আমায় মানায়?
আমায় শুধুই পোড়াবে?

সবাই বলে,
"নবনীতার চোখে আমি তাকালেই নাকি আমি প্রেমিক হয়ে যাব?"
অগোছালো জীবনে পাব ছন্দের সুর

দুর ছাই! এসব বইয়ের ভাষা
আমি বিশ্বাস করি না?

ডুবসাঁতার দিতে গিয়ে সেই দিনও মোল্লাবাড়ির চাচার বকা শুনেছি?

বলল, “এই দামাল ছেলে তুই কবে বড়ো হবি?”
আমি বড়ো হলে তোমাদের হাড় জুড়াবে,
তাই আমি ইচ্ছে করেই বড়ো হবো না?
বিয়েবাড়ির ঢাকের তাল, নতুন বউ আমার ভীষণ ভালো লাগে
পুকুরের মাছ চুরি, গাছের ফল চুরি আর কত কী? হিসেব নেই
আমার দস্যিপনা জৈষ্ঠ্যের বিকালের মতো

কিন্তু!
নবনীতা!
আমার ছন্নছাড়া জীবনে বাদ সাধল?
কোনো একদিন রাস উৎসবে
নবনীতার সাথে আমার দেখা হলো—
তার চোখের আলোয় আমার চোখ খুলে গেল!
আর সেই দিন আমি প্রথম প্রেমিক হলাম?
প্রথম মানুষ হলাম?

আমি বললাম, “নবনীতা!
তোমার চোখে এত ঐশ্বর্য কেন?”
সেদিন শুধু নবনীতা হেসে চলে গেল
সেই হাসি আমার হৃদয়কে খুন করে গেল
আজও আমি খুন হয়ে আছি তার প্রেমে।

এতদিন পরে নতুন শব্দ শিখলাম
প্রেমের ঐশ্বর্যের কাছে মানুষ অতি নগণ্য
সবই আমার নবনীতার জন্য।

প্রিয়

আজ রাতে আমি একটা প্রেমপত্র পেয়েছি
লিখেছে— ইতি নবনীতা
তোমরা চিনতে পারোনি এখনো?
সেই দক্ষিণপাড়ার নবনীতা!
যার হাসিতে আমি খুন হয়েছি?

প্রিয়
সময়ের অনশনের মিছিলে, তোমাকে পেয়েছি।
তোমার চাহনিতে বড্ড বেশি মায়াবী নকশা
আর তোমার চুলের গন্ধ, যেটা মনে হয়েছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুগন্ধি
এই যে শহরের লোকেরা গায়ে যে গন্ধ মাখে তার চেয়েও প্রকট
আর তোমার হাসি
যার জন্য আমি জীবন বাজি রাখতে পারি?

তোমার সেই হাসি আমি কিনতে চাই?
দেবে? সেই হাসি ভালোবাসার দামে
আর তোমার ঠোঁটের উঠোনজুড়ে থাকবে
আমার ভালোবাসার নিকেতন।

তোমার মায়াবী শহরে আমি একটু থাকতে চাই
শরতের নীলিমা আকাশের মতো
শুভ্র মেঘের ভেলার মতো
পাহাড়ি হিমালয়কন্যার মতো

কখনো রামধনুর মতো
আবির মেখে দেবো গায়
শিশিরের মতো আদর দেবো
তোমার নিরালায়

মাঝে মাঝে আমার চোখের বৃষ্টিতে ভিজিয়ে দেবো তোমার শহর
মেঠো পথ ধরে তোমার সীমানায় ফেরি করব
একটু আলোর জন্য
কাগজের নৌকায় ভাসব দুইজন
ক্যানভাসের নীল তুলিতে আঁকব ঘাসফড়িঙের দল।
লুকোচুরি খেলার ছলে মন লুকাব তোমার কিনারায়
তোমার পাড়ের ঢেউ ভেজাবে
আমার শাড়ির আঁচল

তোমার আমার লাল নীল প্রেম
আর ব্যস্ড়তার অজুহাত
গোলাপের পবিত্রতাকে ছুঁয়ে দেবে।
রাতের জোছনা আর জোনাকির দল
পাহারা দেবে আমাদের গল্পের আসরে

এবার তোমার মনের অনশন ভেঙে
এসো মিলি ভালোবাসার বায়োস্কোপে।

অপেক্ষায় রইলাম, চিঠি দিয়ো?

হলুদ খামে

ওমা, সে কী কথা!
এখনো চিঠি পাওনি?
সেই সকালবেলা পাঠিয়েছি।

জানো তো, ডাকপিওনটা বড্ড তাড়া দিচ্ছিল
কী লিখতে গিয়ে, কী লিখলাম!
মনে হয়—
ইতি তোমার নবনীতা
লিখতে ভুলে গিয়েছিলাম?

আবার ভেবো না
কোন হতচ্ছাড়ি এসব আনাড়ি চিঠি লিখেছে
তুমি তো জানো? আমি কবি নই
যে ইনিয়ে-বিনিয়ে লিখে তোমার প্রিয় হবো
যা ভালো লাগে তাই লিখি।

খামটা পুরোনো হয়েছে বলে,
একটু ছিঁড়ে গেছে
তুমি ভেবো না আমি কিপটা
সেই কবে আনিয়েছিলাম খামটা
মল্লিকবাড়ির রাধাকে দিয়ে
কিন্তু কাউকে লেখা হয়নি এতদিন
আদর দিয়ে যত্ন করে রেখেছি
তোমায় পাঠাব বলে।

চিঠিতে আমার চোখের কাজল মেখে দিলাম
আরেকটু আলতার রং
কারণ তোমার গোধূলি পছন্দ

বানান একটু ভুল করেছি
সেটা ইচ্ছাকৃত
যেন সময় নিয়ে পড়ো
আর আমায় নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবো

মাঝে মাঝে ড্যাশ দিয়ে রেখেছি
তোমার ইচ্ছেমতো শব্দ বসিয়ে নিয়ো
আমার হৃদয়ের মুগ্ধতা দিয়েছি
আভা নিয়ো
ইচ্ছে খাতায় তোমার নামটা লিখিনি
কারণ তুমি আমার সকল ইচ্ছের ঊর্ধ্বে
তাই ফাঁকা রাখলাম
সময় হলে তুমি কখনো বসিয়ে নিয়ো
তোমার নামটা

জোছনা মাখানো আলোয় চিঠি পড়বে
জোনাকিরা ছন্দের তাল তুলবে
সেই সুরে বেলিফুল ফুটবে
নীল পরিরা তোমার সাথে হিংসা করবে
আর বলবে
ইস, আমাদের যদি একটা...

শান্ড়, শুভ্র জলে জোছনার আলো পড়বে
সেই আলোয় নদীতে তোমার ছায়া পড়বে
আমি দক্ষিণপাড়ায় বসে তোমার ছায়া দেখব
আর যদি একটু বৃষ্টি এসে ভিড় করে
তোমার পায়ে
জেনে রেখো? এটা আমার চোখের জল
তোমাকে পাওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা

তোমার একটা নাম দিয়েছি, নবীন
কারণ তুমি আমার কাছে সব সময়ই নতুন
আর আমি তোমাকে ভালোবাসব
প্রতিদিন নতুন করে, নতুন সুরে
প্রতিদিন তোমাকে ভালোবাসি বলতে একঘেয়েমি লাগে
তাই নিত্যনতুন বর্ণমালায় সাজাব
আমার ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ

এবার আদরের সুরে শাসন করে বলছি
এই যে, শোনো?
এখন আর ছন্নছাড়া জীবন চলবে না
এখন তোমার প্রেমিকা হয়েছে?

আমাকে শাসন করতে দেবে তো
নাকি শুধু ভালোবাসার অধিকারটুকু দিয়েছ

নামটা তোমার পছন্দ হয়েছে?
জানিয়ো
চিঠি দিয়ো, প্রিয়, অপেক্ষায় রইলাম

ইতি
তোমার নবনীতা।

প্রেমের নেশা

নবনীতা!
তুমি কি আমার চোখে স্বপ্ন দেখতে চাও?
আমার চোখের সাগরে ডুব দিতে পারবে
যেখানে শুধু নীল কষ্টের ফোয়ারা
খুচরো পয়সার মতো সঞ্চয় করতে পারবে আমার লাল নীল কষ্টগুলো।

আমার ভালোবাসার বাক্সে কিন্তু
কষ্টের নীলিমায় ভরা
চোরাবালির মতো মৃত্যুর ফাঁদ—
পারবে নির্দ্বিধায় পা ফেলতে?

তোমার স্পর্শে হয়তো-বা খানিকটা কষ্ট দূর হবে
গৃহহীন মানুষ গৃহে ফিরবে
কিন্তু অন্নসংস্থান—
যার জন্য পুরো দুনিয়ায় চলে বিশ্বযুদ্ধ
প্রিয়ার চোখে দেখা যায় রক্তিমার আভা

নবনীতা!
তবুও আমি তোমাকে চাই?
আমার কষ্টের ভূমিতে তুমি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে
আমাকে দেবে সুখের মায়াবী

আমি তোমার চোখের ঐশ্বর্য হতে চাই?
দেবে একটু ঐশ্বর্য?
মানুষ যেমন টুকরো কাগজগুলোকে জোড়া দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা
তোমাকেও আমার হৃদয় কণিকায়
জোড়া দেওয়ার দুর্নিবার বাসনা
বৃষ্টি যেমন নদীতে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে
তুমিও আমার হৃদয়ে স্বর্গ রচনা করেছ

তাই
আমিও কবির মতো বলতে চাই
পৃথিবীর সমস্ড় আয়োজন ব্যর্থ হবে